সংবাদ

0 073

তারিখ ...২৭. ৪. ৮৬...
পৃষ্ঠা... ...৮... ৮...

পাসের বিড়ম্বন

জাগরী

সমস্যার আবর্তে আছি আমরা। সংকট ছাড়া আমরা আর কিছু যেন জানিই না। কিন্তু সাধারণ যেসব কাজ সহজভাবে হয়ে যাওয়ার কথা, তাই যদি কাঠ-খড় কেরোসিন পুড়িয়ে করতে হয়, তখন যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়, তা বুঝি বর্ণনার না।

নমুনাস্বরূপ এস,এস,সি পরীক্ষার ব্যাপারটিই ধরা যাক। এস,এস,সি ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর স্কুলে স্কুলে মার্কশীট যায়, এটা নিয়ম। সে শীট দেখে স্কুল টেষ্টিমোনিয়াল লেখে। টেষ্টিমোনিয়াল-এ নম্বর তুলে দেয়ার রেয়াজ ছিল আগে। এখন এটা পাল্টেছে। শিক্ষা বোর্ড থেকেই এখন উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামে নামে মার্কশীট আসে। বোর্ড স্কুলের মাধ্যমেই ছাত্রকে মার্কশীট ইস্যু করে। অর্থাৎ মার্কশীটগুলো স্কুলেই আসে—স্কুল তা ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে।

নিয়ম প্রয়োজনেই পাল্টায়। তাই সাম্প্রতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোনও কথা নেই, কথা হচ্ছে একে কেন্দ্র করেই অন্য ব্যাপারে। নামের মার্কশীটে কোনও অসুবিধাই নেই। স্কুলের টিচারদেরই নিয়োগপত্র দিয়ে এ শীট বোর্ডে বসিয়ে কপি করানো হয়। পরে তা মিলিয়ে নিয়ে লেখক পর্যবেক্ষক সকলেরই স্বাক্ষরসহ বোর্ড কর্তৃপক্ষের সীল দস্তখত দিয়ে পরিবেশন করা হয়। এ জন্য সময় দরকার। লাগেও। নিদেনপক্ষে সুষ্ঠুভাবে সব সম্পন্ন করতে বিশ পঁচিশ দিন তো যাবেই। কিন্তু এই দিনগুলোই বড় ফ্যাসাদ।

কেন ফ্যাসাদ শুনুন। এস, এস, সি'র ফলাফল বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলেজগুলো কালবিলম্ব না করে ভর্তির তারিখ ঘোষণা করে বসে। ভর্তির না, তো, ভর্তি পরীক্ষার। এ পরীক্ষার সময়ে বহু কিছু লাগে। তার মধ্যে টেষ্টিমোনিয়াল ও মার্কশীট প্রথম কাতারে। এই দু'টো ছাড়া ভর্তি পরীক্ষা দেয়ারই অনুমোদন মেলে না। নামী কলেজগুলোতে জবর কড়াকড়ি। তাদের দিকেই সকলের ঝোঁক বেশী। তাই আবেদন-নিবেদনের শর্তাবলী পূরণে অণুবীক্ষণের পরীক্ষা না চালালে চলে না। নামীদামীদের দেখাদেখি বাকীরাও তা অনুসরণ করেন অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণে চলে নিদারুণ প্রতিযোগিতা। কে কতো আগে ও কাজটি সারতে পারেন, এ যেন তারই ঘোড়া দৌড়।

কিন্তু রাজরাজড়ার যুদ্ধে প্রাণ যায় ছাত্র-অভিভাবকরূপী উলুখড়ের। তাঁরা বাস্তবিকই পড়েন বিপাকে। বোর্ড থেকে মার্কশীট এসে পৌছায়না অথচ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন করতেই হবে। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে থাকেন, 'কবে মিলবে মার্কশীট, কবে?' ছোটেন শাটলককের মতোন, একবার বোর্ডে আরেকবার স্কুলে। আপিস-কাচারি ও অন্যসব কাজকর্ম ফেলে সকলেই তখন এই জপই জপে—'বোর্ড মার্কশীট কবে ছাড়বে?' স্কুল কর্তৃপক্ষকে কৈফিয়ত দিতে হয় বোর্ড মার্কশীট পাঠাচ্ছে না কি কারণে। অত দেরী হলে ছেলে ভর্তি হবে কী করে, ভর্তি-পরীক্ষার লগ্ন যে বয়ে যাচ্ছে। এ অনুসন্ধান অভিযোগে রূপ নেয় স্কুলেরই বিরুদ্ধে। অবিশ্বাস, ক্ষোভ, বিদ্রূপ, বিতণ্ডা, ক্ষেত্রবিশেষে গণ্ডযুদ্ধ। মহাপ্রলয়ঙ্করী ব্যাপার যেন। মনে হয় এ বুঝি কুরুক্ষেত্র। অভিভাবক ও স্কুল—যেন দু'টি প্রতিপক্ষ। বিশেষভাবে এ বছরই যে এমন ঘটেছে তা নয়। এমনই হয়—প্রতিবছরই এমন হয়। সমস্যাটি বাড়ছেই। তাই এ নিয়ে জিজ্ঞাসা না তুললেই নয়।

এর সমাধান আসলেই কঠিন কিছু কি? সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি এতোই উপায়হীন? সকলের অবগতির জন্য পত্রিকায় সংবাদ দিয়ে এবং কলেজগুলোর সঙ্গে সমঝোতায় এসে এর দ্রুত মীমাংসা করা কি তাদের কর্তব্য নয়? এতে তাঁদের যে কষ্ট হয়, তা সামান্যই কিন্তু ছাত্র অভিভাবক স্কুল জনসাধারণ অনেক বড় কষ্ট থেকে বেঁচে যায়।

হ্যাঁ, এ বাঁচানোটা ফরজ। খামোখা হয়রানি ও পেরেশানি শুভ হয় না। হয় না কারো জন্যই। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বোর্ড কাগজে জানিয়ে দিতে পারেন 'আগামী অমুক তারিখ থেকে বোর্ড বিভিন্ন স্কুলে মার্কশীট পাঠাতে শুরু করবে।' এর ফলে সকলেরই ব্যাপারটি জানা হবে। কাজেই ঢালাওভাবে কেউ নির্দিষ্ট তারিখের আগে মার্কশীট দাবী করতে পারবেন না। বোর্ডেও অভিভাবকরা সকাল-সন্ধ্যায় গিয়ে ভিড় করবেন না। সময়, অর্থ, মানসিক যাতনা—সবই বাঁচবে।

একটা জিনিস কেন বারে বারে বুঝতে ভুল হয়। এই যে পরীক্ষার্থীদের ফলাফল পাওয়া ও মার্কশীট হাতে আসা—এ দু'টোর একটিও দাক্ষিণ্যের ব্যাপার নয়। পরীক্ষার ফি হিসেবে গুণে গুণে এসবের জন্য তরফে তরফে পয়সা আদায় করা হয়। সে পয়সা দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে তালে তাল দিয়েই নির্ধারিত হয়। (পরীক্ষার বার্তা দেখার সম্মানী বা ছাত্রদের বৃত্তি উপবৃত্তির হার বৃদ্ধির জন্য সলাপরামর্শে বছরের পর বছর গড়ালেও ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা ফি'র হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা ঘাটতি হয়ে যায়।) এ কারণেই অভিভাবকের মনে ক্ষেদ জমেছে। কেন ফি বছর এমনটি হবে? কেন আমাকে আমার ছেলের রেজাল্ট জানার জন্য কাকের পেছনে ছুটতে হবে? কেন, কেন যার যার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফলাফলের বই যাবে না? কেন মার্কশীট কবে কোথায় যাবে তা আগেভাগেই জানানো হবে না? কেন কলেজগুলো ভর্তি পরীক্ষার তারিখ সাততাড়াতাড়ি দিতে পারেন? কী করে তবে তাঁরা মার্কশীট ঐ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হুকুম দিতে পারেন?

এ জিজ্ঞাসার জবাব নেই। কিন্তু জবাব তৈরী হওয়া দরকার। অভিভাবকদের এমন করে টেনসনে রাখা প্রশংসার হতে পারে না। তাঁরা ঘামে-ঝরা পয়সা দিয়ে ছেলেকে পরীক্ষার হলে পাঠিয়েছেন। তার ফলাফল সুস্থ মনে জানার অধিকার তাঁদের ন্যায্য অধিকার। এর পরে ছেলের ভর্তি হতে পারা—না—পারা—সে সমস্যা তো আছেই, কিন্তু সে জন্য তাঁরা তিনমাস আগে পয়সা গুণে রাখলেন—তার জন্য তাঁদের উদ্বিগ্নতা পোহাতে হবে কেন।

অথচ শিক্ষাবোর্ডের জন্য কাজটি মোটেও শ্রমসাধ্য নয়। মার্কশীট তাঁরা যাঁদেরকে লিখতে দেন, তাঁদেরকে কাজটি শেষ করার নির্দিষ্ট সময় দেন এবং সেই সময়মতোই কাজ আদায় করেন। তাহলে পুরো কাজটি কবে নাগাদ শেষ হবে, তা তো তাঁরা ধরে নিতে পারেন এবং সেই মোতাবেক ঘোষণাও দিতে পারেন। কেবল ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হওয়া যায় না—একই সঙ্গে কলেজগুলোকেও জানাতে হয়। অমুক তারিখের আগে ভর্তি পরীক্ষা হলে মার্কশীট দাবী করা সঙ্গত হবে না। একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, যেহেতু নামে নামে মার্কশীট প্রদানের ব্যবস্থা আছে বোর্ড থেকে যেহেতু সে মার্কশীট ছাড়া অন্য কিছু কলেজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ই না। এমন অবস্থায় বোর্ডের তরফ থেকে একটা কিছু রফা করে দেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। কলেজকে কন্‌ভিন্‌স করা অভিভাবক বা ছাত্রের পক্ষে সম্ভবই হয় না।

বোর্ড আর কলেজের মধ্যে সমন্বয় আশু প্রয়োজন। নম্বরপত্র ছাড়া যদি কাজ না-ই হবে, তবে বোর্ড থেকে নম্বরপত্র বিতরণের সম্ভাব্য তারিখ জানা থাকতে হবে। এই জানানোর ব্যবস্থা নেবে বোর্ড। এবং তারিখ জানা হয়ে গেলে এই জানার প্রতি কলেজগুলোর থাকতে হবে শ্রদ্ধাবোধ। এটুকু কো-অর্ডিনেশন নেই বলে আজ কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ে এমন করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

অনমনীয়তা জিনিসটি ভালো নয়। এতে ক্ষতিই বেশী হয়। অসহযোগিতামূলক মনোভাবে কখনও কল্যাণ হয়েছে বলে শোনা যায়নি। কি জানি কেন আমরা এমন অদ্ভুত আচরণের আবর্তে আছি। স্কুলের ভর্তি পরীক্ষার বেলাও তাই। দেখুন, বছরের শুরুতে স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার একটা তারিখ নির্ধারিত হয়। নির্ধারণ করেন জনশিক্ষা পরিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগ। এজন্য বিভিন্ন স্কুলের প্রধান বা প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা হয় তারপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তকে অচিন্তিত বলার কোনও কারণ নেই। সিদ্ধান্তসমূহ লিখিত আকারে টাইপ সাইক্লোষ্টাইল করে স্কুলে স্কুলে পাঠানো হয়। কিন্তু সেখানেও যে দৃশ্য তা একই। দেখা যায়, কিছু কিছু স্কুল তাঁদের সুবিধেমতোন তারিখ ফেলে দেন এবং সরকার নির্ধারিত তারিখের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখান। অনেকে ভর্তি পরীক্ষা পর্ব শেষ করেন ডিসেম্বরেই—নভেম্বরেই আবেদনের তারিখ শেষ হয়ে যায়। ফলে সময় ও পয়সা খরচ করে সরকারের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা হয় তা পরিণত হয় প্রহসনে। অথচ কে স্কুলগুলোকে এর জন্য কৈফিয়ত তলব করে—কে তাঁদের কাছে নিয়ম মানার হেতু জানতে চায়? ফলে যতো সভা-বৈঠক ও তার যতো রায়, সব কাগুজে ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ায়।

পরিণামে কী হয়? জগাখিচুড়ি। আর পুরো উদ্দেশ্যটাই হয়ে যায় মাটি। উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে আবশ্যিকভাবেই অনেক হাস্যকর ব্যবস্থা জন্ম নেয়। হয়েছেও তাই। এস, এস, সি'র নম্বরপত্র যে কলেজের ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের শেষ তারিখ পর্যন্ত স্কুলে পৌঁছায়নি—এজন্যও স্কুলকে আবার সার্টিফিকেট তৈরী করতে হয়েছে। ঠিক যে ভাবে চরিত্র সার্টিফিকেট লেখা হয়ে থাকে। লিখতে হয়েছে: 'টু হুম ইট মে কনসার্ন' অথবা 'যথা প্রযোজ্য' শিরোনামে: 'এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এ যাবৎ বোর্ড থেকে নম্বরপত্র পাওয়া যায়নি বলে তা বিতরণ সম্ভব হয়নি। বোর্ড থেকে এসে পৌছানো মাত্রই—ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি হচ্ছে টেষ্টিমোনিয়ালের সঙ্গে বাড়তি সংযোজন।

বেশী দণ্ডবৎ অবস্থা হয়েছে প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোর। বেসরকারী স্কুল প্রধানদের তো আর তেমন ক্ষমতা নেই—তাই রাজধানীর কলেজগুলোতে তাঁদের কিরাকসমও ঠিক সমাদৃত হওয়ার নয়। অবশেষে বেচারা ছাত্র ও অভিভাবকদের দৌড়ুতে হয়েছে গেজেটেড অফিসারের কাছে। তাঁদের ধরেটরে একটা কিছু লেখাতে হয়েছে। এ বছর বন্যার জন্য শহরতলির স্কুলে স্কুলে রিলিফ ক্যাম্প হয়েছে। ক্যাম্প হলে ক্লাস চলবে কি করে। অতএব ছুটি। ছুটি ছাত্রের, ছুটি স্কুল-কর্তৃপক্ষ যে যেখানে আছেন, সকলের। তাই এস, এস, সি'র ফল যখন প্রকাশিত হলো, ছাত্র ফাপরে পড়লো। কোথায় টেষ্টি, কোথায় মার্কস। বোর্ডের রেজাল্ট উড়ো উড়ো যা শোনা, তাং বা সনাক্ত করার পথ কই। অথচ ওদিকে তো রাজধানীর কলেজে ভর্তি-উৎসব। উপায়? অতএব এবার অঞ্চলের ডি, আই, পি-দের কাছে যাও—যাঁরা নামমুদ্রিত প্যাডে লিখে দেবেন—"ইহাদের বক্তব্য সত্য। বাস্তবিকই অমুক স্কুল বন্যাক্রান্তদের দ্বারা আক্রান্ত। কর্তৃপক্ষের ভাগ্য পর্যন্ত। তাঁহারা অনির্ধারিত ছুটি ভোগরত। এমতাবস্থায় ছাত্র এ যাবৎ জানিতেই পারে নাই তাহার শ্রুত ফলাফল কতদুর সত্য। আমি তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া শুধু তাহার ভর্তি পরীক্ষাটা যেন লওয়া হয়, আপনাদেরকে এই অনুরোধ জানাই।"

এমনিও আমরা তদবিরের মানুষ। তদবির ছাড়া কোন্ কাজটি হয়? ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্যই যদি সব তদবির ফুরোতে হয়—ভর্তির জন্য সঞ্চয় কি রাখা যায়? একজন মানুষের পরিচিত কতজন প্রভাবশালী আছে?

এস,এস,সি পাস হলো আজ যে ছাত্রটি, তার বয়স ও অভিজ্ঞতা এতো হয়নি যে রূঢ় সত্যকে অবিচল চিত্তে সে মেনে নিতে পারবে। যে দেশে জন্ম তার—সে দেশে এমন বিড়ম্বনাই যে সত্য তা তাকে কি করে বোঝানো যাবে? ফলে সদ্য উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের অনেকের মনেই গভীর হতাশা দেখা দিয়েছে। একটি পরীক্ষায় পাস তো সে হলো কিন্তু সামনে যে তার মহাসমুদ্র। সে সমুদ্রে শুধু উত্তাল-তরঙ্গ। সমুদ্রের বিশালতা বা উদারতা নয়। তরঙ্গমালার বিক্ষুব্ধতাই যে আমরা আজ ছেলেকে অবলোকন করতে শেখাচ্ছি। তার পরিণতি কী হবে—এটাই এ মুহূর্তের প্রশ্ন।